অধ্যাপক B. K. Lal তাঁর "Contemporary Indian Philosophy" - গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের দর্শন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন —

> "একজন দর্শনের ছাত্রকে অপরিবর্তনীয় ভাবে সমস্যা
> মুখোমুখি হতে হবে, যখন সে চেষ্টা করবে এমন
> একজন চিন্তাবিদকে বোঝার - জে একজন কবিও।"

দর্শনে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তাহলো প্রথম সাক্ষ্য- প্রমান সংগ্রহ এবং তারপর ওই সাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে অবরোহের আকারে সিদ্ধান্ত নিঃসৃতকরণ। কিন্তু কবি দার্শনিক যুক্তি প্রণালীতে আদৌ আগ্রহী নয়। তিনি হলেন সত্য দ্রষ্টা। সুতরাং তিনি সত্যকে উপলব্ধি করেন। সরাসরি তাঁর 'কাব্যিক রূপকল্প' বা 'Poetic Images' থেকে। আর একজন দর্শন পড়ুয়ার কাজ হলো কাব্যিক রূপকল্পের পশ্চাতে কবির যে সত্য দর্শন- তাকে উপলব্ধি করা ও আবিস্কার করা।

ভারতীয়গণ দর্শন বলতে 'দৃষ্টি' বা 'সত্য দর্শন' কে বোঝায়, রবীন্দ্রনাথ 'দর্শন' শব্দটিকে উক্ত অর্থেই গ্রহণ করেছিলেন। আর এই জন্যই তাঁর চিন্তায় 'ব্যাক্তিগত উপলব্ধি' – এতো গুরুত্ব লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানব ধর্ম' গ্রন্থে বলেছেন-

"আমার ধর্ম কবির ধর্ম, আমি যা কিছু অনুভব করি তার উৎস হলো দৃষ্টি, জ্ঞান নয়। পরিষ্কার করে বলতে গেলে একথা স্বীকার করতেই হবে আমি কখনও অমঙ্গল (Evil) অথবা মৃত্যুর পর কি হয়? সে সম্পর্কে কোনো সন্তোষ জনক উত্তর দিতে পারব না। তবে আমি নিশ্চিত, এমন এক মুহূর্ত নিজের অভিজ্ঞতায় আসবে, যখন আমার আত্মা অসীমকে স্পর্শ করবে এবং এর দ্বারা অনন্ত চেতনার অধিকার হয়ে আনন্দে আলোকিত হবে।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই জাতীয় উপলব্ধির ব্যাখ্যা দর্শনের ছাত্রের কাছে সমস্যার সৃষ্টি করে। কারন দর্শনের ছাত্ররা কতকগুলি দর্শন স্বীকৃত সমস্যা নিয়েই আলোচনা করতে অভ্যস্ত। তাঁর কাছে প্রথাসিদ্ধ দার্শনিক চিন্তাধারা সম্ভব নয়। তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা হলো 'ব্যাক্তিগত উপলব্ধি' – কে হৃদয়াঙ্গম করা। তাই এই জাতীয় চিন্তনের যৌক্তিক ব্যাখ্যা দর্শনের ছাত্রদের দেওয়া যথাযথ হবে না।

রবীন্দ্রদর্শনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল – ভারতীয় চিন্তাধারা, যেমন - উপনিষদ, বেদান্ত, গীতা এছাড়াও রবিদাস, নাঙ্ক আর কবিরের নানা কাব্যিক কথাবার্তাও প্রকাশ পেয়েছে তাঁর দর্শনে। কবির কাব্যিক ঢঙে প্রকাশিত হয়েছে - 'বৈষ্ণববাদ' ও 'ভক্তমার্গ' এর মাধ্যমে। তাঁর দর্শনে উপনিষদ বিমূর্ত নৈব্যক্তিক প্রকৃতির ব্রহ্মের সঙ্গে ভক্তি মার্গের ব্যক্তিগত ঈশ্বরের মেল বন্ধন ঘটিয়েছেন। জ্ঞান লাভ করেছেন, এমন এক দৃষ্টি যা তাঁকে গভীর ভাবে ঈশ্বর বিশ্বাস এনে দিয়েছে, যে ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজিত সত্য-ব্রহ্মও। এই ভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দর্শনে শঙ্করের বিমূর্ত অদ্বৈতবাদের (Abstract Monism) সঙ্গে এক বিশেষ ধরনের ঈশ্বরের

– তা অবশ্যই লক্ষ করা যায়, যেমন বিশেষতঃ 'সামঞ্জস্যই সৌন্দর্যের প্রকাশ, অসামঞ্জস্য অসুন্দর'। নগর কেন্দ্রিক বিচ্ছিন্ন মানসিকতা যে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশে অক্ষম – এই উপলব্ধি গান্ধীজী রবীন্দ্র দর্শন থেকে লাভ করেছিলেন। যেমন

"দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ এ নগর....."

তবে একথাও বলা যাবে না যে, গান্ধীজী ব্যতীত সমসাময়িক যুগে কিংবা আধুনিক চিন্তাবিদদের মধ্যে রবীন্দ্র দর্শনের প্রভাব পড়েনি। এখানে অনেক বিতর্ক থাকলেও আধুনিক চিন্তাবিদরা 'Ecology' বা 'বাস্তবতন্ত্রবাদ' নিয়ে এত কথা বলেন বীজ রবীন্দ্র দর্শনেই সুপ্ত ছিল। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে বিজ্ঞানের বাস্তুতন্ত্র বিদ্যা নিয়ে ব্যপক আলোচনা শুরু হয়েছিল, আজও সেই আলোচনা বিজ্ঞানের সীমানা থেকে প্রসারিত হয়ে নীতিবিদ্যা, দর্শন, সমাজবিদ্যা, অর্থনীতির সমগ্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রসারিত হয়েছে। 'Ecology'- এর মূল ভাবনা 'সামঞ্জস্য'- যদিও নান জটিল প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিষয়টির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানে 'Ecology' এর মূল কথা হল প্রাকৃতিক ভারসাম্য। মানব জীবন ও অন্যান জীব ও জড় পদার্থের ভারসাম্যের কথা বলা হয়- তাঁর মূল কথা এই সামঞ্জস্য। সুতরাং আধুনিক ওই বাস্তববিদ্যা সম্পর্কিত চিন্তা যে অনিবার্য ভাবে রবীন্দ্র দর্শনের প্রভাব তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। তাই আজও জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে বাঙালি তথা ভারতবাসী রবীন্দ্র দর্শনে প্রভাবিত হয়ে নিজের জীবনকে স্বার্থক করে তুলেছেন – একথা অনস্বীকার্য। তাই বলা যায় বিংশ শতকের ও বিংশ শতক ছাড়িয়ে আজ একবিংশ শতাব্দীতেও রবীন্দ্র দর্শনের প্রভাব চখে পড়ার মত।

## গ্রন্থপঞ্জী

১। Lal, Basant Kumar (1973). *Contemporary Indian Philosophy.* Motilal Banarsidass.

২। Radhakrishnan, S. (1918). *The Philosophy of Rabindranath Tagore.* Macmillan.

৩। মানবধর্ম- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী

৪। আত্মপরিচয় – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫। ধর্মের অধিকার, সঞ্চয় - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬। শিক্ষার মিলন - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭। রাজা ও প্রজা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮। রবীন্দ্র-চর্চা অনুদর্শন – সম্পাদনায় সুনীলময় ঘোষ, সাহিত্যম, কোলকাতা-৭৩

৯। প্রসারিত রবীচ্ছায়া – উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কোলকাতা-৭৩

১০। বিশ্বপরিচয় - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী

১১। Cathleen M. O. Connell & Jesebh. T. O. Connell (eds.) (2009). *Rabindranath Tagore: Reclaiming a Cultural Icon.* Visva-Bharati.

অযৌক্তিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কিংবা বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক যে সকল দার্শনিক মতবাদ পাশ্চাত্যে যথেষ্ট কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল তার মধ্যে অন্যতম হল অস্তিবাদ।

এই অস্তিবাদী দার্শনিকদের মধে অন্যতম হলেন কিয়ের্কেগার্ড (১৮১৩-১৮৫৫), কার্ল-ইয়েসপার্স (১৮৮৩-১৯৭১), গ্যাব্রিয়েল মার্সেল (১৮৮৯-১৯৭৫), ফ্রেডারিক নিটসে (১৮৪৪-১৯০০), মার্টিন হাইডেগার (১৮৮৯-১৯৯৬), জ্যাঁপল সাত্রে (১৯০৯-১৯৮০), হুসার্ল, ম্যালের্পা প্রমুখ। এই অস্তিবাদী দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন কিয়ের্কেগার্ড, যিনি প্রথম প্রথাসিদ্ধ দার্শনিক ধ্যানধারনার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। যদিও অস্তিবাদী দার্শনিকদের মত নানা ভাবধারায় বিভক্ত তবুও অস্তিবাদী মতবাদ পূর্ণতা দান করেন জ্যাঁপল সাত্রে। তাঁর স্বাধীন বা মুক্ত চিন্তা সমস্ত অস্তিবাদী ভাবধারাকে ছুঁয়ে গেছে।

এই অস্তিবাদী চিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্র দর্শনের কোনো না কোনো ক্ষেত্রে অল্প-স্বল্প মিল থাকলেও পারস্পারিক প্রভাবের কোনো সূত্র পাওয়া যায় না। কেননা মানব সত্ত্বার স্বাধীনতার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। ভারতীয় উপনিষদ জাত রবীন্দ্র চিন্তায় মানুষের দার্শনিক কেন্দ্রবিন্দু 'আনন্দ'। তাই রবীন্দ্রনাথ সত্ত্বার স্বাধীনতাকে দেখেছেন আনন্দের আলোকে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ----

"বিশ্বের মধ্যে তাঁর প্রকাশ কে অবাধে উপলব্ধি করেই আমি মুক্ত হব।
ভাব-বন্ধন অর্থাৎ হওয়ার বন্ধন স্বরূপ না করে মুক্তি স্বরূপ করায় মুক্তি।
কর্মকে পরিত্যাগ করাই মুক্তি নয়, কার্যকে আনন্দ উদ্ভব কর্ম করাই মুক্তি।"

কিন্তু সার্ত্রে মনে করেন এই মুক্তি মানুষ্য চেতনা, উৎকণ্ঠা, আকাঙ্ক্ষা ও আতঙ্ক আনে। মানব জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য নিয়ে অস্তিবাদী চিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার পার্থক্য রয়েছে। কবিগুরু কিন্তু মানুষকে অপ্রয়োজনীয় আবেগ মাত্র মনে করেননি। তিনি চেয়ে থেকেছেন অনাগত কালের মহামানবের দিকে। তিনি মানুষের জয় ঘোষণা করেছেন। পূর্ণ মানুষের রূপান্তরের মধ্যেই যে মানব প্রজন্মের সার্থকতা - এই বিশ্বাস তিনি বারবার ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্র দর্শনের এই মানবতাবাদী চরিত্রই সব দিকে গুরুত্ব লাভ করেছে পরবর্তী যুগে।

আবার রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক দার্শনিক চিন্তায় যাদের নাম আসে তারা হলেন স্বামী বীবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, কবির, ইকবাল, রাধাকৃষ্ণান প্রমুখ। রবীন্দ্র চিন্তার সঙ্গে সন্ন্যাসী স্বামী বীবেকানন্দের চিন্তার ব্যবধান ছিল নানা দিক থেকে। আবার শ্রী অরবিন্দের মানব থেকে রবীন্দ্রনাথের অতিমানবের যে রূপান্তর পদ্ধতি তাও 'Divine of Life' নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে । মানুষের আধ্যাত্মিক রূপান্তরের তত্ত্ব শ্রী অরবিন্দ রবীন্দ্র দর্শন থেকে লাভ করেছেন- একথাও বলা চলে না। তবে গান্ধীজী ও রাধাকৃষ্ণানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র দর্শনের প্রভাব যে কিছু কিছু ছিল

# ঊনিশ শতকে বাংলার দর্শন চর্চায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব

মোঃ নাজিবুর রহমান

সারসংক্ষেপ: *কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঊনিশ শতকের একজন বরেণ্য বাঙালী তথা ভারতীয় দার্শনিক। তিনি একজন বিখ্যাত কবি এবং তথাকথিত দার্শনিক না হলেও তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে তাঁর দর্শন ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর লেখা কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও সংগীতের মধ্য দিয়ে। তিনি যে একজন মহান দার্শনিক তার হাজারও পরিচয় ও চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া ১৯২৫ সালে ১৯ শে ডিসেম্বর কোলকাতায় প্রথম ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সভাপতি করা হয় এবং কবি যে আধুনিক ভারতীয় দর্শনের একজন প্রতিনিধি- একথা বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দার্শনিকরা স্বীকার করে নিলেন। এই সময়ের দর্শন শাস্ত্রের তরুণ অধ্যাপক ডঃ সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণান কবির দর্শন বিষয়ে একটি বই লেখেন - "The Philosophy of Rabindranath Tagore" - এই বই প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই ভারতের দার্শনিক সমাজ স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, কবির একটা নিজস্ব দর্শন আছে। আর এই অধিকারের জন্যই কবিকে ওই সম্মেলনে সভাপতি করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে উপেক্ষিত, অজ্ঞাত ব্রাত্য জনতার ধর্মাদর্শের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেন। রবীন্দ্রনাথের আগে জনতার ধর্ম নিয়ে কেউ এভাবে আলোচনা করেননি। আলচ্য Paper এ দেখানোর চেষ্টা করেছি কীভাবে 'রবীন্দ্র দর্শন' ঊনিশ শতক তথা একবিংশ শতকে সমগ্র বাংলা তথা ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করেছে।*

মূল শব্দ: রবীন্দ্রনাথ, দর্শন, ঊনিশ শতক, একবিংশ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঊনিশ শতকের একজন বরেণ্য বাঙালী তথা ভারতীয় দার্শনিক। তিনি একজন বিখ্যাত কবি এবং তথাকথিত দার্শনিক না হলেও তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে তাঁর দর্শন ভাবনার পরিচয় পাওয়ে যায়। তাঁর লেখা কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও সংগীতের মধ্য দিয়ে। তিনি যে একজন মহান দার্শনিক তার হাজারও পরিচয় ও চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া ১৯২৫ সালে ১৯ শে ডিসেম্বর কোলকাতায় প্রথম ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সভাপতি করা হয় এবং কবি যে আধুনিক ভারতীয় দর্শনের একজন প্রতিনিধি- একথা বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় দার্শনিকরা স্বীকার করে নিলেন। এই সময়ের দর্শন শাস্ত্রের তরুণ অধ্যাপক ডঃ সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণান কবির দর্শন বিষয়ে একটি বই লেখেন - "The Philosophy of Rabindranath Tagore" -এই বই প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই ভারতের দার্শনিক সমাজ স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, কবির একটা নিজস্ব দর্শন আছে। আর এই অধিকারের জন্যই কবিকে ওই সম্মেলনে সভাপতি করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তার ভাষণে উপেক্ষিত, অজ্ঞাত ব্রাত্য জনতার ধর্মাদর্শের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেন। রবীন্দ্রনাথের আগে জনতার ধর্ম নিয়ে কেউ এভাবে আলোচনা করেননি।

দ্বাদশ অধ্যায়: নারী অবদমন ও নীতি — একটি দার্শনিক পর্যালোচনা
সানিয়া ধর, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ১১৭

ত্রয়োদশ অধ্যায়: সমাজ ও আজকের নারী
পৃথা গাঙ্গুলী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ১২৭

চতুর্দশ অধ্যায়: বর্তমান প্রেক্ষাপটে শিক্ষা ও রবীন্দ্র দর্শন
বরুণ কুমার শাসমল, পাঁচবেড়িয়া রামচন্দ্র স্মৃতি শিক্ষামন্দির ... পৃষ্ঠা ১৩৬

পঞ্চদশ অধ্যায়: উনিশ শতকে বাংলার দর্শন চর্চায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব
মোঃ নাজিবুর রহমান, সাগরদিঘী কামুদাকিঙ্কর স্মৃতি মহাবিদ্যালয় পৃ. ১৪৩

ষোড়শ অধ্যায়: বাঙালি সমাজে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও দর্শন
ধনঞ্জয় রায়, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ১৪৯

সপ্তদশ অধ্যায়: লালনদর্শনে মানুষের জয়গান
মুকুল মন্ডল, শ্রীগোপাল ব্যানার্জী কলেজ ..... পৃষ্ঠা ১৫৯

অষ্টাদশ অধ্যায়: বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষাকর্মী হিসাবে ভূমিকা
পায়েল গিরি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ১৬৭

ঊনবিংশ অধ্যায়: শৌনক ও পিঙ্গলোক্ত বৈদিকচ্ছন্দসমূহের তুলনাত্মক পর্যালোচনা
অনুরিমা গুপ্ত, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ১৭৩

বিংশ অধ্যায়: স্বামী বিবেকানন্দের মতে ধর্ম
প্রিয়া চক্রবর্তী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ১৮৭

একবিংশ অধ্যায়: মহান ব্যক্তিত্ব শ্রীঅরবিন্দঃ প্রসঙ্গ জীবন দর্শন ও শিক্ষা দর্শন
শ্যামল খাঁ, মালিরধার জুনিয়র হাই স্কুল ..... পৃষ্ঠা ১৯৫

দ্বাবিংশ অধ্যায়: পশুহত্যা কী নৈতিক : ইসলামী দর্শনের প্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা
মোঃ সাদিদুল আলম, তিলকা মাঝি ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয় ..... পৃষ্ঠা ২০২

*Darshanik Vabona*

Edited by

Supriya Samanta

Mandira Ghosh

Md Sadidul Alam

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০২১

© কগনিশন্ পাবলিকেশনস্

প্রকাশক

অরেন্দ মহালদার

কগনিশন্ পাবলিকেশনস্ (Cognition Publications)

পশ্চিম সপ্তগ্রাম, বিশরপাড়া, বিরাটি, কলিকাতা-৭০০০৫১

http://cognitionpublications.com/

E.Mail: cognitionpublications@gmail.com

ফোন: +৯১ ৭০৪৪৭৭২৩৯২

মুদ্রক: এস পি কমিউনিকেশনস্ প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদচিত্রঃ সাগর মজুমদার

ISBN : 978-93-86529-39-8

মূল্য: ৩৪৫ টাকা

"Rabindranath is essentially a poet and not a philosopher through it is possible for us to gather his philosophical views from his poetry"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের Philosophical views বা দার্শনিক ভিত্তি হল জগৎ ও জীবনের মধ্য দিয়ে সামঞ্জস্য রক্ষা করা। যেমন তিনি জড় ও আত্মা সম্পর্কে বলেন-

"আত্মায় ও জড়ে যে বাস্তবিক জাতিগত প্রভেদ আছে
তাহা নহে। এদের অবস্থানগত প্রভেদ আছে মাত্র। আলোকে
ও অন্ধকারে এতোই প্রভেদ যে মনে হয় উভয়ে বিরোধী পক্ষ।
কিন্তু বিজ্ঞান বলে আলোকের অপেক্ষাকৃত বিশ্রামই
অন্ধকার এবং অন্ধকারের অপেক্ষাকৃত উদ্যামই আলোক।
তেমনি আত্মার নিদ্রায় জড়ত্ব এবং জড়ের চেতনাই আত্মার প্রভাব।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন বিশিষ্ট দার্শনিক ছিলেন, তার প্রমান তিনি তাঁর কবিতা, সাহিত্য, নাটক, ছোটো গল্প প্রভৃতিতে তুলে ধরেছেন। এইরকম তাঁর দর্শনের বিশিষ্ট স্তম্ভ হলো 'মন' সম্পর্কিত আলোচনা। ব্যাক্তি চৈতন্যের স্বরূপ নিয়ে দর্শনের আলোচনা অত্যান্ত সুপ্রাচীন। সেখানেও রবীন্দ্রনাথ কত সহজে প্রবেশ করেছেন তার সরল শব্দ সম্পদের মধ্যদিয়ে, সে পরিচয় পাওয়া যায় 'আমার জগৎ' প্রবন্ধে। সেখানে তিনি বলেছেন ---

"আমার এক টুকরো মন যদি বস্তুত কেবল আমরাই হতো তাহলে মনের সঙ্গে আমার কোনো যোগই থাকত না। মন পদার্থটা জগৎ ব্যাপি। আমার মধ্যে সেটা বদ্ধ রয়েছে বলেই তা খণ্ডিত নয়। সেই জন্যই সকল মনের ভিতর দিয়েই একটা ঐক্যবদ্ধতা রয়েছে। ..... অসীম সেখানে সীমাকে গ্রহণ করেছে, সেইটা হলো মনের দিক। সেই দিকেই দেস-কাল, সেই দিকেই রূপ-রস-গন্ধ, সেই দিকেই বহু। সেই দিকেই তার প্রকাশ।"

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক পাশ্চাত্যের আধুনিক দর্শনে যে দুটি বিশেষ দার্শনিক গোষ্ঠর উদ্ভব হয়েছিল তাদের সঙ্গে রবীন্দ্র দর্শনের যে বিশেষ সম্পর্ক আছে একথা বলা যায় না। ১৯৩০ এর দর্শনকে 'Logical Positive' গ্রুপের উদ্ভব হয়। যারা ভিয়েনা সার্কেল নামে পরিচিত। এই গোষ্ঠীর দার্শনিক সম্প্রদায় হলেন Wittgaistine, Karnap, Nairat প্রমুখ। এদের মতে দর্শনের কাজ ওই জীবন সম্পর্কিত উপলব্ধি নয় ----- বরং ভাষায় পদের যুক্তি ভিত্তিক ব্যবহার। শব্দ বা পদ বিছিন্ন ভাবে অর্থহীন কিন্তু বাক্যের মধ্যে তার যথাযথ ব্যবহারই তার অর্থ বহন করে। তাই বাক্য গঠন ভঙ্গিমা অত্যান্ত জরুরি যা সমস্ত চিন্তাশক্তির মূল।

এই গোষ্ঠীর ওপর রবীন্দ্র দর্শনের প্রভাবের কথা বলা যেমন বাতুলতা তেমনি এদের কাছে থেকে রবীন্দ্র দর্শন কোনো ভাবে পুষ্টি লাভ করেছে। একথাও বলা

মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। তাঁর কাছে সত্য এক, তিনি এই সত্যকে 'ব্যক্তিগত ঈশ্বর' বা 'Personal God' রূপে চিহ্নিত করেছেন। ফলে তাঁকে 'ভাববাদী' কিংবা আধ্যাত্মিকবাদী দার্শনিক রূপে চিহ্নিত করা হয়। এছাড়াও তাঁকে অদ্বৈতবাদী কিংবা ঈশ্বরবাদী রূপে চিহ্নিত করেছেন। এককথায় রবীন্দ্র দর্শন শঙ্করাচার্যের বেদান্ত দর্শন আর বৈষ্ণব দর্শনের মধ্যে দোলায়মান।

রবীন্দ্র দর্শনকে বিভিন্ন ব্যাক্তি বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন- "রবীন্দ্র দর্শন হলো মূর্ত অদ্বৈতবাদ" বা 'Concrete Monism' এই দর্শনে অদ্বৈতবাদের মত সত্যকে এক বলা হয়েছে এবং এই দর্শনে 'মূর্ত' কারণ এই এক সত্য, কোনো বিমূর্ত তত্ত্ব নয় - যা বহু সত্যকে অস্বীকার করেছে। বরং এই দর্শন এক সত্য, মূর্ত সমগ্র - যা বহুকে তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান বলেছেন -

"He (Tagore) gives us a human God dismisses with contempt the concept of world illusion, praises action over much and promises fullness of life to the human soul"

আবার অনেকে রবীন্দ্রনাথকে অতীন্দ্রিয়বাদী বলে চিহ্নিত করেছেন। কারন ছবি কখনই তাঁর বিশ্বাস ও উপলব্ধিকে যৌক্তিক কাঠামোর অপর দাঁড় করাতে চাননি বরং কবি তাঁর অন্তদৃষ্টির ওপরই গুরুত্ব আরপ করেছেন সর্বাধিক। এভাবে রবীন্দ্র দর্শনকে অনেকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন নানা জনে। তবে সকলের মিলিত দৃষ্টিতে রবীন্দ্র দর্শনের একটা পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়।

কবি ও দার্শনিকের চলার পথ এক নয়। কিন্তু উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী ও লক্ষ্য এক, আর সেই লক্ষ্য হল জীবনের উপলব্ধি। একজন দার্শনিক যুক্তি-তর্ক-বিতর্ক, শব্দের জটিল বিশ্লেষণের পথ ধরে জীবনকে উপলব্ধি করেন। আর একজন কবি ছন্দ - উপমা- ব্যাঞ্জনার মধ্য দিয়ে সৌন্দর্যের সাধনার পথে পূর্ণতা লাভ করেন। এই সাধনা কবির জীবন সম্পর্কিত উপলব্ধি। শব্দের সঙ্গে ছন্দের মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে কাব্যিক ভাবার্থ সবার কাছে পৌঁছে দেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানব ধর্ম' গ্রন্থে নিজেই স্বীকার করেন যে, তিনি একজন কবি, দার্শনিক নন। কিন্তু তাঁর অনেক লেখনীর মধ্য দিয়ে তাঁর দার্শনিক ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর লেখা কবিতা, গল্প, উপন্যাস, সঙ্গীত, নাটক, ছোটো গল্পের মধ্য দিয়ে তিনি যে একজন মহান দার্শনিক তার হাজারও পরিচয় পাওয়া যায়। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান তার 'The Philosophy of Rabindranath Tagore' গ্রন্থে বলেছেন -